কালের কণ্ঠ

26 MAY 2013
20 8

পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা, ছাড় দেবে না বিরোধী দল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এবং বিএনপিসহ ১৮ দলীয় জোটের তা প্রত্যাখ্যান করে টানা ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচির কারণে দেশজুড়ে প্রচণ্ড উদ্বেগ দেখা দিয়েছে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) ও ইবতেদায়ি পরীক্ষা চলছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীরা অবরোধ কর্মসূচির আওতামুক্ত কি না তাও গতকাল স্পষ্ট করেনি ১৮ দলীয় জোট। ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ ঘোষণাকালে ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা নিয়ে কোনো কথা বলেননি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ অবস্থায় আজ ও আগামীকালের পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে কি না তা নিশ্চিত হতে না পারায় পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা গতকাল রাতে ভীষণ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। বিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো তথ্য দিতে না পারায় অনেক অভিভাবক গতকাল সোমবার রাতে কালের কণ্ঠে ফোন করে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানান।

এদিকে বুধবার অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ব্যাপারে আজ মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল গণমাধ্যমগুলোর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ কথা বলেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সারা দেশে চলমান পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়নি বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট। ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ ঘোষণাকালে পরীক্ষা নিয়ে কোনো কথা বলেননি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ বিষয়ে বিএনপির দলীয় অবস্থান জানতে দলটির শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কালের কণ্ঠের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়। এ সময় তাঁরা জানান, চলমান পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটি সরকারের। কিভাবে পরীক্ষা হবে সরকার জানে। এক নেতা বলেন, আগেই বলা হয়েছিল যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশ অচল করে দেওয়ার কর্মসূচি আসবে। এর পরও সরকার আগে কেন পরীক্ষা নিল না। মূলত এই সরকার কোনো কিছুতে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

এদিকে পরীক্ষা যথাসময়ে হবে কি না, তা নিয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। গত ২০ নভেম্বর থেকে সারা দেশে একযোগে শুরু হয়েছে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। এতে অংশ নিচ্ছে প্রায় ৩০ লাখ পরীক্ষার্থী। এ ছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে চলছে বার্ষিক পরীক্ষা। এ অবস্থায় অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, এ অবরোধের পর প্রধান দুই দলের মধ্যে সমঝোতা না হলে আরো কর্মসূচি দেবে বিরোধী দল। তাই আবারও হরতাল বা অবরোধের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এর ফলে চলতি মাসের পরীক্ষা কখন গিয়ে শেষ হবে, তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় আছেন তাঁরা।

পরীক্ষার সময়ে অবরোধ কর্মসূচি দেওয়ায় পরীক্ষার্থীরাও ভীষণ হতাশ। এ ছাড়া অবরোধে নাশকতার আশঙ্কা থাকায় ঘর থেকে বের হতেও ভয় পাচ্ছে তারা। অনেক পরীক্ষার্থী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অনুরোধ করেছে তাদের পরীক্ষার বিষয়টি সহৃদয়তাবে বিবেচনা করার জন্য।